ইত্তেফাক

তারিখ 21 MAY 2008
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৮

নির্ধারিত সময়ে কাজ শুরু না হওয়া

ঢাবি'র ছাত্রীহল নির্মাণে বরাদ্দ কোটি কোটি টাকার প্রকল্প বাতিল হচ্ছে

আগামী মাসে ফেরত যাবে এডিবি'র ১৩ কোটি টাকা

শাহজাহান শুভ

নির্ধারিত সময়ে কাজ শুরু করতে না পারায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীহল নির্মাণের জন্য বরাদ্দ দেয়া কোটি কোটি টাকার সরকারী প্রকল্প বাতিল হচ্ছে। চলতি মাসের মধ্যে কাজ শুরু না হলে আগামী মাসে ফেরত যাবে বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের (এডিবি) ১৩ কোটি টাকা। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, কার্জন হল এলাকায় রেলওয়ের দখলকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের জমিতে বিজ্ঞান অনুষদের ছাত্রীদের জন্য ১ হাজার শয্যার একটি ছাত্রীহল নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয় ২০০৩ সালে। নানা কাঠখড় পুড়িয়ে তিন বছর আগে প্রকল্পের টাকা হাতে পেলেও বরাদ্দকৃত স্থান থেকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের মতো ঠুনকো অজুহাতে পৃঃ ৪৮ঃ কঃ ২

ঢাবি'র ছাত্রীহল নির্মাণে

১২-এর পৃষ্ঠার পর

আটকে রয়েছে নির্মাণকাজ। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তিন বছর ধরে সরকারের একাধিক মন্ত্রণালয়ে চিঠি চালাচালি করেও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করতে পারেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল, সায়েন্স এনেক্স ভবনসহ বিজ্ঞান অনুষদের ছাত্রীদের আবাসনের কোনো ব্যবস্থা নেই। বিজ্ঞানের ছাত্রীদের আবাসন সঙ্কট নিরসনে বিগত সরকারের সময়ে একটি নতুন হল নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়। ২০০৩ সালের ডিসেম্বরে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে কার্জন হলের পূর্ব পাশে রেলওয়ের দখলকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের জমিতে একটি ছাত্রীহল নির্মাণের ঘোষণা দেন। কার্জন হলের গঠনশৈলীতে হলটি নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়। এতে দুটি পাঁচতলা ভবন থাকবে। এছাড়া প্রশাসনিক কাজ, প্রভোস্ট ও আবাসিক শিক্ষকদের অবস্থানের জন্য আলাদা ভবন নির্মাণ করা হবে। কার্জন হলের পূর্ব পাশে রেলওয়ের ২ দশমিক ৫ একর জমিতে এক হাজার শয্যাবিশিষ্ট এই ছাত্রীহল নির্মাণের প্রস্তুতি শুরু হয় পাঁচ বছর আগে। হল নির্মাণের প্রথম ধাপেই শুরু হয় নামকরণ নিয়ে বিতর্ক। আন্দোলনে নামে শিক্ষক সমিতির একাংশ এবং ছাত্রলীগ। বেশ কয়েকবার মিছিল-সমাবেশসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়।

পরবর্তীতে নামকরণের আন্দোলন থামলেও হল নির্মাণের প্রস্তুতি চলতে থাকে ঢিমেতালে।

আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় প্রথম দিকে হলের জন্য বরাদ্দকৃত টাকা আটকা পড়ে মন্ত্রণালয়ে। প্রায় দুই বছর আটকা থাকার পর বরাদ্দকৃত ১৩ কোটি টাকা হাতে পায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। টাকা হাতে পাওয়ার পরও হল নির্মাণের কাজে গতি পায়নি। দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত থাকায় হলের জন্য বরাদ্দকৃত জায়গায় বর্তমানে আস্তানা গেড়েছে ছিন্নমূল মানুষ। বস্তি ঘরের মতো তৈরী করে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে তারা। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কর্মকর্তা জানান, কর্তৃপক্ষ এখনো হলের জায়গাটিই দখলমুক্ত করতে পারেনি। নির্মাণকাজ তো পরের কথা। ছিন্নমূল মানুষের কাছ থেকে বরাদ্দকৃত জায়গা দখলমুক্ত করা কঠিন হবে বলেও জানান তিনি।

জানা গেছে, বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ছাত্রীহল নির্মাণের টাকা বরাদ্দ দেয় সরকার। ইতোমধ্যে দুই সেশনে ৬ কোটি ১৫ লাখ ৩০ হাজার টাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ৫০ লাখ এবং ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ৫ কোটি ৬৫ লাখ ৩০ হাজার টাকা দেয়া হয়। বাকি টাকা কাজ শুরুর পর দেয়ার কথা রয়েছে। জানা গেছে, আগামী ৩০ জুনের মধ্যে কাজ শুরু করতে না পারলে প্রকল্পের টাকা ফেরত দিতে হবে। কর্তৃপক্ষ বলছে, শুধু জায়গা দখল না পাওয়ায় কাজ শুরু করা সম্ভব হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক ভবন সূত্রে জানা গেছে, ২০০৪ সালের ৭ ডিসেম্বর রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে জমির কাগজপত্র বুঝিয়ে দিলেও দখল বুঝিয়ে দেয়নি। পরবর্তীতে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় রেলওয়ের কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণের টাকা সংশোধিত বাজেটে রাখতে অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করে। ২০০৮ সালের ২ এপ্রিল শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান জমি দ্রুত হস্তান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে যোগাযোগ উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব:) গোলাম কাদেরকে অনুরোধ করেন। ওই অনুরোধের প্রেক্ষিতে যোগাযোগ উপদেষ্টা গত ২৩ এপ্রিল শিক্ষা উপদেষ্টাকে এক চিঠিতে বলেন, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রস্তাবিত জায়গা দখল হস্তান্তর করা হয়েছে বিধায় ওই জমির উপর কোনো অবৈধ বসবাসকারী বা বস্তি থাকলে তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতায় উচ্ছেদপূর্বক ছাত্রীহল নির্মাণ করতে পারেন। একইভাবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ বিভিন্ন দফতরে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে সহায়তার জন্য চিঠি দেয়া হয়। জানা গেছে, সরকারের পক্ষ থেকে বারবার কাজ শুরুর তাগিদ দিলেও তা করা সম্ভব হচ্ছে না অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ না হওয়ায়। তবে একটি সূত্র জানিয়েছে, প্রশাসনের শীর্ষ ব্যক্তিদের ঢিলেমি আর দলাদলির কারণে হল নির্মাণের কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এস এম এ ফায়েজ বলেন, হলের নির্মাণকাজ শুরু করতে বিষয়টি এখন সবচেয়ে বড়। অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, হল নির্মাণের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ খুব ধীরগতিতে এগুচ্ছে। তিনি বলেন, হলের কাজ শুরু করতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বহু সময় নষ্ট করেছে, এ সময়ে অনেক সুউচ্চ ভবন নির্মাণ সম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা বিভাগের পরিচালক মোঃ জহিরুল হক বলেন, প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হচ্ছে এটা সত্য। সময় বাড়ানোর জন্য আমরা সরকারকে অনুরোধ করেছি। আশা করছি সরকার এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে সহায়তা করবে।